তারিখ: ১৩ই রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরী
মোতাবেক ৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ ঈসায়ী

محبة النبي ﷺ بين الاتباع والابتداع

বিষয়: আনুগত্য ও বিদআতের দর্পনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালোবাসা

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَصَّنَا بِخَيرِ رُسُلِهِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْنَا أَكْرَمَ كُتُبِهِ، وَشَرَعَ لَنَا أَكْمَلَ شَرَائِعِهِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ، أَكْمَلَ لَنَا الدِّينَ، وَأَتَمَّ عَلَيْنَا النِّعْمَةَ، فَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ كَرِيمٍ: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا – وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

সমস্ত প্রশংসার মালিক একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা। যিনি আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ রাসূলকে নির্বাচন করেছেন। এবং আমাদের উপর অবতীর্ণ করেছেন সম্মানিত কিতাব তথা আল কুরআনকে। এবং দিছেয়েন পূর্ণাঙ্গ শরীয়াত। আমরা তাঁর প্রশংসা করি ও কৃতজ্ঞতা আদায় করি। তাঁর প্রতি অগণিত প্রশংসা। তিনি আমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করেছেন। এবং নিয়মাত দিয়ে পরিপূর্ণ করেছেন, মহান আল্লাহ এরশাদ করেন: "আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" (সূরা মায়েদা: ৩)

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, ও একক, তার কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! সালাত, সালাম ও বরকত অবতীর্ণ করুন তার উপর, তার বংশধর ও সাহাবাদের উপর, এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা তার পথে ধাবিত হবে ও তার আদর্শের অনুসরণ করবে তাদের উপর। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন ইরশাদ করেন :-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:٧٠- ٧١]

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (সূরা আহযাব:৭০-৭১)

মুসলিম ভাইয়েরা!

নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রাসূল হিসেবে নির্বাচন করেছেন। আর তিনি তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার মাধ্যমে তাঁকে আরও বিশিষ্ট করেছেন, এবং সৃষ্টির উপর তাঁর আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক করেছেন, এবং তাঁর সম্মান ও ভালোবাসাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। সুতরাং, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে, পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির ভালোবাসার চেয়ে, এমনকি নিজের আত্মা ও জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতে হবে।

আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সূত্রে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন:

«لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

সেই প্রভুর কসম! যার হাতে আমার জীবন, তোমরা কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন নও, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকটে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততির চেয়ে অধিক প্রিয়তর না হতে পেরেছি। (বুখারী: ১৩, মুসলিম: ৪৫)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ». فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الآنَ وَاللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الآنَ يَا عُمَرُ» [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ].

আবদুল্লাহ ইবনু হিশাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন 'উমার ইবনু খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর হাত ধরেছিলেন। 'উমার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জান ছাড়া আপনি আমার কাছে সব কিছু চেয়ে অধিক প্রিয়। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ না, যাঁর হাতে আমার প্রাণ ঐ সত্তার কসম! তোমার কাছে আমি যেন তোমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় হই। তখন 'উমার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

তাঁকে বললেন, আল্লাহর কসম! এখন আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে উমর! এখন (তুমি সত্যিকার ঈমানদার হলে) (বুখারী: ৬৬৩২)

আল্লাহর নিয়ামতে পরিপূর্ণ মুসাল্লিগণ! সাহাবায়ে কেরামগণ সত্যিকার অর্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভালোবাসতেন। সাহাবাগণের ভালোবাসা এতই শক্তিশালী ছিলো যে, তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি রাসূলের ভালোবাসার সামনে নত ছিলো, এবং তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য তাদের আত্মা ও রক্ত উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি তাদের ভালোবাসা, সত্যিকারের ভালোবাসা ছিলো, লোক দেখানো ফাঁকা দাবী ছিলো না। যদি দাবির পক্ষে কোন প্রমাণ না থাকে, তাহলে এর দাবীদাররা মিথ্যাবাদী।

হিজরতের ঘটনায় যখন শত্রুরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে চলে আসে তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দুশ্চিন্তায় কেঁদে দেন, এটাই প্রমাণ করে যে, সাহাবাগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কতটা ভালোবাসতেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন; যখন তাদের মধ্য থেকে একজন ঘোড় সওয়ার সুরাকা ইবনে মালিক আমাদেরকে দেখে ফেললো। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঐ যে একজন সন্ধানকারী আমাদের সন্ধান পেয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ দুশ্চিন্তা করো না। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। সুরাকা আমাদের দিকে আরো এগিয়ে এল এবং এত কাছে এল যে, আমাদেরও তার মধ্যে একটা, দুইটা বা তিনটে বর্শার ব্যবধান ছিল। আমি আবার বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে সন্ধানকারীরা আমাদের সন্ধান পেয়ে গেছে। আমি কেঁদে ফেললাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কাঁদছ কেন? আমি বললামঃ আল্লাহর কসম! আমি নিজের জন্য কাঁদছিনা। আমি শুধু আপনার জন্য কাঁদছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরাকার বিরুদ্ধে এই বলে বদদোয়া করলেন-اَللّٰهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ “হে আল্লাহ, তুমি যেভাবে চাও, ওকে প্রতিহত করতে যথেষ্ট হয়ে যাও।” (বুখারী: ৩৬১৫, মুসলিম: ২০০৯, ইবনু হিব্বান: ২৬৮১)

উহুদের যুদ্ধের সময়, যখন অবস্থা মুসলমানদের প্রতিকূলে ছিলো এবং মুশরিকরা বিজয়ী হওয়ার দ্বারপ্রান্তে, তখন মুশরিকদের অত্যাচার এবং মুসলমানদের পশ্চাদপসরণ সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখনই সাহাবী আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন-

بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، لاَ تُشْرِفْ، يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ القَوْمِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ

আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি মাথা উঁচু করবেন না। তাদের নিক্ষিপ্ত তীরের কোনটি আপনার শরীরে লেগে যেতে পারে। আপনার বক্ষের পরিবর্তে আছে আমার বক্ষ। (বুখারী: ৪০৬৪, মুসলিম: ১৮১১)

হে মুমিনগণ! নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালোবাসার আলামত হচ্ছে তাঁর প্রতি ঈমান আনা, তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন সেগুলো বিশ্বাস করা। এবং তিনি যা আদেশ করেছেন, তা মেনে নেওয়া। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল একথা সাক্ষ্য দেওয়ার মূল কথা এটাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেন-

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [التغابن:٨]

অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং অবতীর্ন নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। (সূরা তাগাবুন: ৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালোবাসার আরো একটি দলিল হচ্ছে- তাঁকে জীবিত ও মৃত অবস্থায় সম্মান করা, তাঁর সুন্নাতের সম্মান করা অর্থাৎ মান্য করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেন-

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ [الفتح:٨-٩].

আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি অবস্থা ব্যক্তকারীরূপে, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে। যাতে তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর। (সূরা ফাতহ: ৮-৯)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা আরো বলেন-

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [الأعراف:١٥٧].

সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্য সফলতা অর্জন করতে পেরেছে। (সূরা আরাফ: ১৫৭)

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) বলেন:

আত তা'যীর: অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমর্থন করা এবং তাঁকে রক্ষা করা এবং তাঁর ক্ষতি করে এমন জিনিস থেকে বিরত থাকা, আর **তাওকীর** অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম র এর জন্য প্রত্যেক ঐ বিষয় নির্বাচন করা, যা প্রশান্তি, সম্মান, ইজ্জতের কারণ হয়। এবং তাঁর সাথে এমন সম্মান, শ্রদ্ধা এবং মহিমান্বিত আচরণ না করা, যা তাঁকে মর্যাদার সীমা ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। এমন সমস্ত বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষা করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালোবাসার আরো একটি নিদর্শন হচ্ছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সীরাত ও সুন্নাত তারীকাকে জানা এবং তাঁর চরিত্র ও স্বভাব নিয়ে গবেষণা করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেন-

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

[الأحزاب:٢١]

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। (সূরা আহযাব: ২১)

আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.)- বলেছেন: "এই মর্যাদাপূর্ণ আয়াতটি আল্লাহর রাসূলের কথা, কাজ এবং আচরণ অনুসরণ করার জন্য একটি মহান ভিত্তি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালোবাসার আরো একটি নিদর্শন হচ্ছে- তাঁর সুন্নাতের প্রচার ও প্রসার করা, এবং তা রক্ষা করা, এবং এর প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া।

فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ أَهْلَهُ أَنْ يَأْتُوا الْمَسَاجِدَ». فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: فَإِنَّا نَمْنَعُهُنَّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: (أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا)! فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى مَاتَ. أخرجه ، ومسلم ٤٤٢، وأبو داود ٥٦٨ أحمد ٤٩٣٣ واللفظ له

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ কেউ যেন তার স্ত্রীকে মসজিদে আসতে বাধা না দেয়। (এ কথা শুনে) 'আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর এক ছেলে (বিলাল) বললেন, আমরা তো অবশ্যই তাদেরকে বাধা দিব। (এ সময়) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস

বর্ণনা করছি। আর তুমি বলছ এ কথা? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর ’আবদুল্লাহ ইবনু ’উমার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মৃত পর্যন্ত আর তার সাথে কথা বলেননি। (মুসলিম: ৪৪২, আবু দাউদ: ৫৬৮, আহমদ: ৪৯৩৩)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الخَذْفِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ العَيْنَ». ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الخَذْفِ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ! لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا. [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ].

’আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করছে। তখন তিনি তাকে বললেনঃ পাথর নিক্ষেপ করো না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন অথবা রাবী বলেছেনঃ পাথর ছোঁড়াকে তিনি অপছন্দ করতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এর দ্বারা কোন প্রাণী শিকার করা হয় না এবং কোন শত্রুকেও ঘায়েল করা হয় না। তবে এটি কারো দাঁত ভেঙ্গে ফেলতে পারে এবং চোখ ফুঁড়ে দিতে পারে। তারপর তিনি আবার তাকে পাথর ছুঁড়তে দেখলেন। তখন তিনি বললেনঃ আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস বর্ণনা করেছিলাম যে, তিনি পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন অথবা তিনি তা অপছন্দ করেছেন। তা সত্ত্বেও তুমি পাথর নিক্ষেপ করছ? আমি তোমার সঙ্গে কথাই বলব না- এতকাল এতকাল পর্যন্ত। (বুখারী: ৫৪৭৯; মুসলিম: ১৯৫৪, ইবনে মাজাহ: ৩২২৬, ইবনে হিব্বান: ৫৯৪৯)

أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ؛ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

الخطبة الثانية

দ্বিতীয় খুতবা

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَهُ الْحَمْدُ الْحَسَنُ وَالثَّنَاءُ الْجَمِيلُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক। তাঁর জন্য সর্বোত্তম প্রশংসা এবং অগণিত গুণকীর্তন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি এক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। এবং আল্লাহ ন্যায়ের কথা বলেন এবং সঠিক পথের দিশা দেন। এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। হে আল্লাহ! সালাত, সালাম ও বরকত অবতীর্ণ করুন তার উপর, তার বংশধর ও সাহাবাদের উপর, এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা তার পথে ধাবিত হবে ও তার আদর্শের অনুসরণ করবে তাদের উপর।

অতঃপর: হে আল্লাহর বান্দাগণ আল্লাহকে ভয় করুন! জেনে রাখুন যে, আল্লাহকে ভয় করাই সর্বোত্তম পথ এবং সবচেয়ে সরল পথ।

হে মুসলিমগণ: ভালোবাসার সর্বশ্রেষ্ঠ ঠিকানা এবং এর সবচেয়ে মহৎ দরজা হলো আনুগত্য, আত্মসমর্পণ, সম্মতি এবং বাস্তবায়ন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেন-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [آل عمران:٣١].

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (সূরা আলে ইমরান: ৩১)

আল্লাম ইবনে কাসির (রহ.) বলেছেন: "এই মহান আয়াতটি প্রত্যেকের জন্য নির্ধারক যারা আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করে কিন্তু নবী মুহাম্মাদের পথে নয়। প্রকৃতপক্ষে, সে তার

দাবিতে মিথ্যাবাদী, যতক্ষণ না সে তার সমস্ত কথা, কাজ এবং আচরণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম র আইন এবং নবীর ধর্ম অনুসরণ করে ।"

সুতরাং ভালোবাসা কোন নতুনত্ব বা আবিষ্কার নয়, বরং তা হলো সম্মতি এবং অনুসরণ বা আনুগত্য । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেন:

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর । নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ । অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না । তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে । তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও । (সূরা আন'আম: ১৫৩)

মুজাহিদ (রহ.) বলেন: وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ **এবং অন্যান্য পথে চলো না** এর অর্থ হলো বিদআত ও সন্দেহযুক্ত পথ ।

সুতরাং রাসূলের ভালোবাসায় কোন বাড়াবাড়ি করা যাবে না । এবং তাঁর নিকট কোন সাহায্য চাওয়া যাবে না । এবং রাসূলের জন্মকে কেন্দ্র করে মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করা যাবে না । বিভিন্ন বাণী ও স্লোগান দিয়ে বাড়িঘর সাজানো যাবে না ।

সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমগণ, যারা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম এবং সর্বোত্তম মানুষ, তারা এই দিবসটি পালন করতেন না, এবং নবীর জন্ম দিবসও উদযাপন করতেন না । যদি এটি কল্যাণের কাজ হতো, তাহলে তারা আমাদের আগেই তা করতেন ।

মীলাদ মাহফিল করা বক্রতা সৃষ্টিকারী পথভ্রষ্টদের প্রথা । এ প্রথাকে সর্ব প্রথম ফাতেমী ও উবাইদী গোত্রের লোকেরা হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে প্রবর্তন করে । তারা নিজেদেরকে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর সাথে সম্পৃক্ত করে, যা অন্যায়, অযৌক্তিক ও অপবাদ ব্যতীত আর কিছুই নয় । মূলতঃ তারা ইহুদী আব্দুল্লাহ বিন মায়মুন আলকাদ্দাহ এর বংশধর । ।

তাদের রাজ্যের নেতা, নিজেকে "আল-হাকিম বি-আমরিলাহ" বা আল্লাহর আদেশে নেতৃত্ব পরিচালনাকারী বলে অভিহিত করেছিলো, অবশেষে সে নিজেকে প্রভুত্ব দাবি করেছিলো এবং বেশ কয়েকটি গোপনীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলো ।

উপসংহারে: মীলাদ মাহফিলের বিদআতের উৎপত্তি এখান থেকেই। কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ কি বলতে পারে যে, এই বিধর্মী নাস্তিকরা এমন কিছু সত্যের দিকে পরিচালিত হয়েছিল যা আবু বকর, উমর, বা অন্যান্য সাহাবী এবং সালাফের ইমামরা জানতেন না?

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) মীলাদ মাহফিল বিদআত হওয়া বিষয়ে বলেছেন- এটি যদি এতই প্রয়োজনীয় হতো এবং এটি বাস্তবায়নে কোনও প্রতিবন্ধকতা না থাকা সত্ত্বেও পূর্বসূরীরা এটি করেননি। যদি এটি সম্পূর্ণরূপে ভালো বা পছন্দনীয় কাজ হত, তাহলে পূর্বসূরীরা এই কাজ করতে, আমাদের আগে থাকতেন। কারণ তারা আলাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের চেয়ে বেশি তীব্র ছিলেন এবং তারা কল্যাণের জন্য আরও আগ্রহী ছিলেন। তাঁর ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার পরিপূর্ণতা নিহিত রয়েছে তাঁকে অনুসরণ করা, তাঁর আনুগত্য করা, এবং তাঁর আদেশ মেনে চলার, তাঁর সুন্নাহকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে পুনরুজ্জীবিত করাসহ, তাঁকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছিল তা প্রচার করা এবং অন্তর, হাত এবং জিহ্বা দিয়ে এভাবে চেষ্টা করা।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এই জন্য নতুন নতুন উদ্ভাবন এবং বিদআত থেকে সাবধান থাকুন, কেননা দ্বীনের নামে কোন কিছু আবিষ্কার করার নামই বিদআত। হে আল্লাহর বান্দারা! বিদআত এবং বিভ্রান্তি জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। এক ব্যক্তি ইমাম মালিক বিন আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কাছে এসে বলল: "হে আবু আব্দুলাহ্‌! আমি কোথা হতে ইহরাম বাঁধবো?" ইমাম মালিক (রহ.) বললেন: "যুল-হুলাইফা থেকে, যেখান থেকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বেঁধেছিলেন।" তিনি বললেন: "আমি মসজিদে নববী হতে ইহরাম বাঁধতে চাই।" ইমাম মালেক (রহ.) বললেন- لَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ الْفِتْنَةَ এমনটি করো না, এতে তুমি ফিতনা সৃষ্টি করবে। লোকটি বললো, কোন ধরণের ফিতনা? আমি তো সামান্য কয়েক মাইল বৃদ্ধি করছি মাত্র! ইমাম মালেক বললেন: وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَرَى أَنَّك سَبَقْتَ إِلَى فَضِيلَةٍ قَصَّرَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ এর চেয়ে বড় ফিতনা আর কি হতে পারে যে, তুমি সেই সম্মান পেয়ে গেছো যার থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছেনে ছিলেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেছেন-

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:٦٣]).

অতএব যারা তাঁর (রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। (সূরা নূর: ৬৩)

হে আল্লাহ! নূরানী চেহারা এবং উজ্জ্বল ললাটের মালিক আমাদের প্রিয় হাবীব রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অগণিত রহমত ও সালাম বর্ষণ করুন। এবং তাঁর সাহাবায়ের কেরামদের প্রতি আর যারা কিয়াতম পর্যন্ত রাসূলের পদাঙ্ক উত্তমরূপে অনুসরণ করবে তাদের প্রতি।

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পথনির্দেশ, আল্লাহভীতি, চারিত্রিক উৎকর্ষতা ও সচ্ছলতার জন্য দুআ করছি।" হে আল্লাহ! আমাদের সঠিক ও সরল পথ দেখান। হে আল্লাহ! আমাদের নেকীর পাল্লা ভারী করে দিন এবং আমাদের পিতামাতার নেকীও। এবং আমাদেরকে জান্নাতের অধিবাসী হিসেবে কবুল করুন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে দ্বীনের উপর সঠিকভাবে পরিচালিত করুন। যাতে আমরা নিরাপদে থাকতে পারি। এবং দুনিয়া ঠিক করে দিন যেখানে আমাদের রোজগার রয়েছে। এবং আখেরাত ঠিক করে দিন যেটা আমাদের শেষ ঠিকানা। আমাদের জীবনে নেক কাজ বেশি করা এবং মৃত্যুকে প্রত্যেক খারাপ কাজের শাস্তির কারণ বানিয়ে দিন।

হে আল্লাহ! অত্যাচারী ইহুদীদের পাকরাও করুন। এবং অপরাধী ইহুদীবাদীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। ক্ষত বিক্ষত মসজিদে আকসাকে মুসলমানদের কবজায় এনে দিন। হে আল্লাহ! আপনি ফিলিস্তীনের মুসলিম ভাইদের জন্য সাহায্যকারী হোন, তাদের রক্ত ও সম্মানকে হেফাজত করুন, তাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! শত্রুদের চক্রান্ত তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আমাদের আমীর এবং মুসলমানদের শাসকদের এমন কাজ করার তাওফীক দান করুন যা আপনি পছন্দ করেন এবং সন্তুষ্ট থাকেন। সত্য ও তাকওয়ার উপর অবিচল রাখুন। তাদের অন্তরকে জুড়ে দিন। তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। তাদের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করার তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ এই দেশকে নিরাপত্তা দিন, স্বচ্ছল ও ন্যায়ের ঠিকানা বানান। সকলকে নিরাপদে রাখুন। এবং সকল মুসলিম দেশসমূহকেও। এবং আমাদের শেষ চাওয়া এটা যে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।

জুমুআর নামাযের খুতবা প্রস্তুতকারী কমিটি